ছত্রপতি শিবাজী

স্বপন মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিবাজীর মতো আর একজন রাজা খুঁজে পাওয়া যাবে না যাঁকে নিয়ে ভারতবর্ষের বর্তমান দলীয় রাজনীতিতেও বিতর্কের শেষ নেই। বিতর্ক চলছে তিনশো বছর ধরেই। তবে সম্প্রতি বিতর্কটা নতুন মাত্রা পেয়েছে। একদলের মতে "এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে" দেবার জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন শিবাজী মহারাজ। এই দলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আরেক দলের মতে তিনি একজন ধর্মান্ধ দস্যুসর্দার মাত্র। এই বিতর্ক নিরসনের জন্য বইটি লিখতে চাইনি। ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মানুষ শিবাজীর অন্বেষণের লক্ষ্যেই বইটির জন্ম হয়েছে।

কেবল হার্ড ফ্যাকটস্ এবং ফটোগ্রাফিক বাস্তবতাও ইতিহাস নয়। ব্যাখ্যাতার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ওপর ইতিহাসের সত্য নির্ভর করে। ঘটনার পাশে ঘটনা সাজালেই ইতিহাসের মালা গাঁথা সম্ভব নয়। দরকার একটি শক্ত অদৃশ্য সুতো যা ঘটনাগুলিকে গেঁথে রাখে। এই সুতো হল নিরপেক্ষ সত্যান্বেষী ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ। শিবাজীর জীবনকথার বিশ্লেষণে যাতে দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকে তার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।

শিবাজীর আবেগঘন স্বাজাত্যপ্রীতি, গভীর ধর্মচেতনা, অসাধারণ নির্ভীকতা ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা তাঁকে ইতিহাসের এক জনমোহিনী চরিত্রে পরিণত করেছে। আমি এই ছোটো বইটিতে মানুষ শিবাজীকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি। স্যার যদুনাথ সরকারের তথ্য আমার প্রধান আশ্রয় তবে আধুনিক গবেষণালব্ধ তথ্যকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত নানা কল্পকাহিনি, গল্পকথা, সাহিত্য —এগুলি ইতিহাস নয় কিন্তু এর মধ্যে মানুষ কীভাবে শিবাজীকে দেখতে ভালোবাসেন তা ধরা পড়েছে, তাই সেগুলিরও উল্লেখ আছে।

ভারত ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে শিবাজীর আবির্ভাব। রোমাঞ্চ উপন্যাসের মতো তাঁর জীবনকথা। পুনশ্চ প্রকাশনার কর্ণধার শ্রী শঙ্করীভূষণ নায়ক চান এই জীবনকথা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে। তাঁর অনুরোধেই শিবাজীর জীবনকথার অনুসন্ধান করি।

সাধারণ পাঠকের বইটি ভালো লাগলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

স্বপন মুখোপাধ্যায়

বইমেলা - ২০০৫
শ্রীবর্ধন পল্লি
পো: জোকা
কলকাতা - ৭০০১০৪

সূচিপত্র

স্বপ্নের ভারত	১৩
শিবাজীর জায়গিরদারি	২২
আফজলের জান গেল	৩৪
শিবাজীর নৌ-শক্তি	৪৪
শায়েস্তা খাঁ শায়েস্তা	৪৮
ভাগোয়া ঝান্ডা	৫৫
জয়সিংহের জয়, পুরন্দরের পূর্ণগ্রাস	৬১
মুঘল-মারাঠা ভাই-ভাই	৮০
শিবাজীর আগ্রা আগমন	৮৪
একশো দিনের নাটক	৮৯
ঔরঙ্গজেবের খাঁচা থেকে শিবাজীসিংহ উধাউ	৯৫
প্রশাসক শিবাজী	১০২
লুঠেরার রাজা শিবাজী	১০৭
ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ	১১১
দাক্ষিণাত্য বিজয়	১১৯
যুদ্ধযাত্রা না তীর্থযাত্রা	১২৩
ভায়ে-ভায়ে যুদ্ধ	১২৭
শিবাজীর শেষ সন্ধ্যা	১৩৩
রাষ্ট্রনায়ক শিবাজী	১৩৬
শিবাজীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জি	১৪৩

স্বপ্নের ভারত

রাতে মায়ের কোলের কাছে শুয়ে বালক গল্প শুনছে।

মা বললেন, আজ তোমাকে পদ্মপুরাণের একটা গল্প বলি, শোন।

একদিন নারদমুনি দক্ষিণের কর্ণাটক দেশ থেকে বীণা বাজাতে বাজাতে যমুনা তীরে এসে হাজির হলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন যমুনাতীরে এক রূপবতী মেয়ে কাঁদছে আর তার সামনে দুজন বৃদ্ধ, অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। নারদ বললেন, মা তুমি কাঁদছ কেন? আর এঁরা কারা?

চোখের জল মুছতে মুছতে সেই রমণী নারদকে বললেন : বাবা, আমার নাম ভক্তি, আর এরা হল আমার দুই ছেলে, জ্ঞান আর বৈরাগ্য।

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, এঁদের কী হয়েছে?

ভক্তিদেবী বললেন, বাবা আমি জন্মেছি কর্ণাটক দেশে। একদিন সেখান থেকে এলাম মারাঠাদেশে। সঙ্গে আমার দুই ছেলে। কিন্তু সেখানে আমার দুঃখের শেষ নেই। মারাঠাদেশ ছেড়ে গেলাম গুজরাটে। কিন্তু সেখানে বিধর্মী, নিষ্ঠুর মুসলমানরা আমাকে লাঞ্ছনা দিয়ে আমার দুই ছেলেকে এমন মেরেছে যে তারা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। আমি পালিয়ে যাই শ্রীকৃষ্ণের দেশ বৃন্দাবনে। সেখানে

গিয়ে আমি আমার পূর্ণ রূপ-যৌবন ফিরে পেয়েছি কিন্তু আমার ছেলে দুটিই মরে গেছে।

বালক বিছানা থেকে উঠে পড়েছে। তার জিজ্ঞাসা—ভক্তিদেবীর ছেলেদের কে মারল মা?

— এখন শিগগির শুয়ে পড়, কাল বলব।

— না, এখুনি বল।

— বললাম তো মুসলমান শয়তানরা।

— তা, আমার বাবা তো কর্ণাটকে আছেন। ভক্তিদেবী তো সেদেশের মা। তা হলে বাবা কেন মুসলমানদের শাস্তি দিচ্ছেন না?

— তোমার বাবার আর সেই জোর নেই শিবা। এখন তিনি যেখানে আছেন সেখানেও মুসলমানদের রাজত্ব। সেখানে মুসলমান সুলতানদের বিরুদ্ধে একটা কথা বললে, বাবারও জীবন যাবে।

— অত সোজা! ঠিক আছে আমি ওদের শাস্তি দেব। ভক্তিমার ছেলেদের যে মেরেছে তাকে আমিও মারব। ওদের কী যেন নাম বললে? জ্ঞান আর কী যেন? ওদের আমি বাঁচাব।

— কী করে বাঁচাবে? তুমি তো একদম পড়াশোনা করনা। জ্ঞানকে তুমি কী করে বাঁচাবে? জ্ঞান হল শিক্ষার ফল।

— পড়াশোনো না করলে জ্ঞানকে বাঁচান যাবে না?

— না।

— তা হলে ওই যে আরেকজন কে আছে, বৈরাগ্য। তাকে বাঁচাব।

— তা হলেও তোমাকে বীর হতে হবে। যুদ্ধ করা শিখতে হবে। আমাদের দেশটা প্রায় সবটাই মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে। তারা ভীষণ নিষ্ঠুর। তাদের সঙ্গে তুমি পারবে কেন?

— পারব। আমি যুদ্ধ করতে পারি তো। তুমি দাদাজিকে জিজ্ঞাসা কর। আমার সঙ্গে কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে পারে না। দাদাজিকে সেদিন তরবারির যুদ্ধে হারিয়ে দিচ্ছিলাম। তবে লিখতে আর পড়তে আমার একদম ভালো লাগে না।

— ঠিক আছে। শিবা, এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়।

এবার বালক শিবা বায়না ধরল, মা, তুমি আমাকে বাবা তুকারামের একটা গান শোনাও। সেই যে বিট্টলাদেবকে বাবা তুকারাম বলছেন—

লতার মতো ছড়িয়ে আছো সবার মাঝে তুমি
ফুল দিয়েছ, ফল দিয়েছ আকাশ থেকে ভূমি।

মিষ্টিসুরে কি সুন্দর গলায় গান গাইছেন মা জীজাবাঈ।

আর শিবা সুরে সুর মিলিয়ে বলছে —

জয় রামকৃষ্ণ হরি।

শিবার চোখে ঘুম নেই। তার প্রশ্নেরও শেষ নেই। এবার মা শিবাকে একটা প্রশ্ন করে বসলেন,—বাবা শিবা, তুই আমাকে একবার পানধারপুর নিয়ে যাবি?

শিবার তৎক্ষণাৎ উত্তর — নিশ্চয়, নিয়ে যাব মা। কালই চল।

জীজাবাঈ চুপ করে থেকে আপন মনে বলেন—সে তো অনেক দূর বাবা। তুমি বড়ো হও। তারপর নিয়ে যেও।

জীজাবাঈ-এর চোখে জল ভরে ওঠে। তাঁর সব থেকেও কিছু নেই।

শিবা প্রশ্ন করে — সেখানে কে থাকে মা?

— সেখানে থাকেন ভগবান বিষ্ণু, তারই আরেক নাম বিট্টলা।

—তুমি তো মা ভবানীর পুজো কর। কে বড়ো, মা ভবানী না বিট্টলা দেব?

—দেখ বাবা, আখ কত রকমের হয়। কোনোটা সোজা, কোনোটা বাঁকা। কিন্তু খেয়ে দেখ, সব আখই মিষ্টি। তেমনি ভগবান বিষ্ণু বা মা দুর্গা সবই এক।

ঘুমিয়ে পড়েছে বালক শিবা। কিন্তু জীজাবাঈ-এর চোখে ঘুম আসে না। এই দুরন্ত ছেলেকে কীভাবে মানুষ করবেন বুঝতে পারেন না। পুনা থেকে ষাট কিলোমিটার উত্তরে শিবনের পার্বত্য দুর্গে একদিন এই ছেলে জন্মাল। এখানে এক দেবীমূর্তি ছিল, তার নাম শিবাই। যখন ছেলে জন্মাল তখন স্বামী শাহজী কোথায় জানেন না। বার বার স্বামীর জন্য প্রাণ আকুল হয় কিন্তু তিনি তখন কোন অজানা অঞ্চলে যুদ্ধে ব্যস্ত। শিবাই দেবীর নাম স্মরণ করে জীজাবাঈ ছেলের নাম দিলেন শিবা।

১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে শিবাজীর জন্ম হয় শিবনারি দুর্গে।* এই দুর্গটির অবস্থান আহমেদ নগরের নিজাম শাহ এবং পরে মুঘলদের অঞ্চল আর বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ-এর অঞ্চলের সীমান্তবর্তী স্থানে। স্বভাবতই স্থানটি বড়োই বিপদসংকুল। নিজাম শাহ-এর পরিত্যক্ত অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য মুঘল আর বিজাপুরিদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই আছে।

জীজাবাঈ একদম মুসলমানদের সহ্য করতে পারেন না। যদিও খুব ধর্মপ্রাণা মহিলা কিন্তু নিজের বাবাকে যেভাবে নিজাম শাহির লোকেরা খুন করেছে সে কথা ভাবলে জীজাবাঈ স্থির থাকতে পারেন না। বিয়ে হল শাহজীর সঙ্গে। শাহজী মহাবীর কিন্তু মুসলমান প্রভুরা তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না। সামান্য কয়েকটি জায়গির আছে কিন্তু তা নিয়ে নিয়ত যুদ্ধ। শাহজী নামটা জীজাবাঈ-এর মোটেই পছন্দ না, কেমন মুসলমান-মুসলমান নাম। কিন্তু শাহজীরা নিষ্ঠাবান হিন্দু। এই নামের এক ইতিহাস আছে।

শিবাজীর পিতামহ ছিলেন মালোজী। তিনি আহমেদনগরের সুলতান নিজাম শাহর অধীনে কাজ করতেন। একসময় মালোজী ইলোরার রাজা নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর কোনো সন্তান হয় না। মনে খুব দুঃখ। শেষে এক সুফী সন্তের কাছে প্রার্থনা করে দুটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। মালোজী মুসলমান সন্তের এতই ভক্ত হয়ে ওঠেন যে তাঁর সন্তানদের নাম রাখেন—শাহ এবং শরিফ। ইলোরাতে মালোজীর যে স্মৃতিসৌধ আছে তা দেখলে মনে হয় কোনো একজন মুসলমানের স্মৃতিসৌধ।

শাহজী বিজাপুরের আদিলশাহের কাছে চলে যান। আদিলশাহ তাঁকে বাঙ্গালোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করল। সেখানে তিনি আবার বিয়ে করে সারা জীবন দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণেই কাটিয়ে দিলেন, মহারাষ্ট্রে আর এলেন না। মহারাষ্ট্রে তাঁর কয়েকটা বিজাপুরি জায়গির আছে।

---

* স্যার যদুনাথ সরকার মনে করেন শিবাজির জন্ম ১০ এপ্রিল, ১৬২৭।

তারই একটা পুনা। শাহজী জীজাবাঈকে নির্দেশ দিলেন পুত্রকে নিয়ে সেখানে চলে যেতে। আর দাদাজি কোন্ডদেব বলে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করলেন ছেলের শিক্ষার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

স্বামী পরিত্যক্তা জীজাবাঈ মনের দুঃখে শিবাকে বুকে জড়িয়ে পুনায় এলেন। উত্তরে ভীম নদী আর দক্ষিণে নীরা। এরই মাঝখানে পুনা। সহ্যদ্রি (পশ্চিমঘাট পর্বতমালা) পার্বত্য অঞ্চলের মাঝে মাঝে মালভূমি, কোথাও নদী-উপত্যকা। লম্বায় ১৫০ কি. মি.-এর মতো আর চওড়ায় সরু ২০ থেকে ৪০ কিমি.। এই জায়গার নাম মাওয়াল। মাওয়াল শব্দের অর্থ সূর্যাস্তের দেশ। এখানে কি নতুন সূর্যের ভোর কোনো দিন হবে?

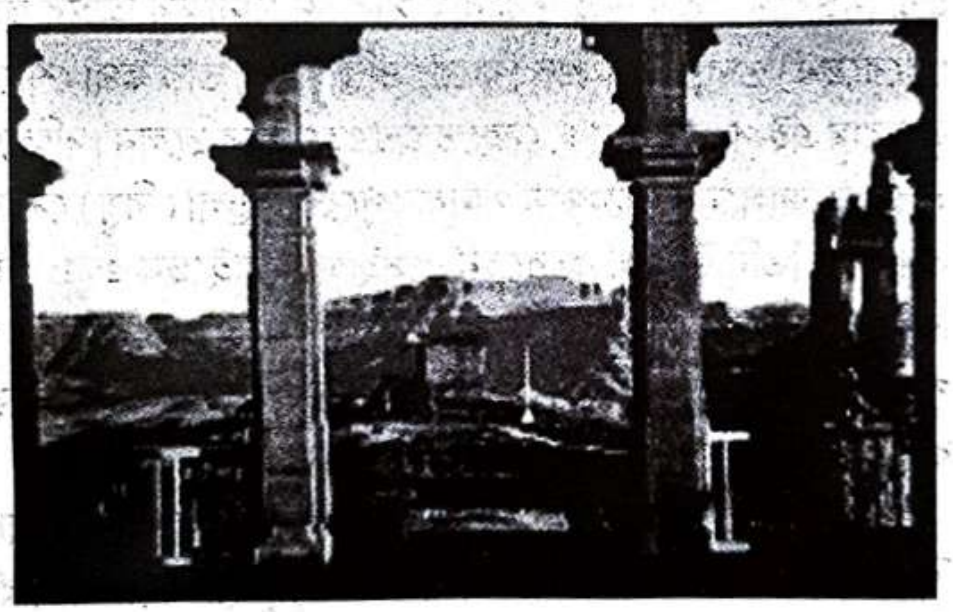

শিবাজীর জন্মভূমি শিবনারি দুর্গ

শাহজীর শত্রুরা এ জায়গা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে গেছে। পুনার চারদিকে কেবল পোড়ো জমি। এখানে ভালো চাষ হয় না। ফসল ফলে না। এখানে কৃষকদের ধারণা এটা একটা অভিশপ্ত জায়গা। লোকজন কম, যারা বাস করে তারা খুব দরিদ্র, সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে, কে কখন কোথা দিয়ে আক্রমণ করে। আর আক্রমণ মানেই আগুন, অত্যাচার, লুঠ-তরাজ, নারীর অপমান। জায়গির থেকে আয় সামান্য। শিবার ভবিষ্যতের কথা ভেবে, মা ভবানীর চরণে সব সমর্পণ করে জীজাবাঈ ভাবতে থাকেন কী করে পুনার